বিপদ সংকেত

সচেতনতার আলো

Sweden
Sverige

ECO NETWORK
FOR SUSTAINABLE FUTURE

ICCCAD
International Centre for Climate Change and Development

উৎসর্গ

এই বইটি উৎসর্গ করা হলো দুর্যোগ মোকাবিলায় অগ্রগামী সাহসী মানুষদের, যারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তে অন্যদের রক্ষা করেন।

প্রকাশনায়,

ECO NETWORK
FOR SUSTAINABLE FUTURE

বাসা ৬২০, রোড ৮, এভিনিউ ৩,
মিরপুর, ডি, ও, এইচ, এস
ইকো নেটওয়ার্ক গ্লোবাল

www.eco-network.net
econetwork.global@gmail.com

স্বত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০২৫

লেখক:
শামীম আহমেদ মৃধা
প্রতিষ্ঠাতা, ইকো নেটওয়ার্ক গ্লোবাল

ঈসমাইল হোসেন মেহেরাজ
সমন্বয়ক, ইকো নেটওয়ার্ক গ্লোবাল

বিশেষ কৃতজ্ঞতায়:
সাদিয়া জাহান রথি
রিসাত আরা মীম
মোঃ রাকিবুল আলম
শেখ সিয়াম আহমেদ
জান্নাতুল মাওয়া
মোঃ ওয়াসিক মামুন সাজিদ

চিত্রকর:
জেবা তাবাসসুম উর্বি

সহযোগিতায়:
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ
এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ICCCAD)

বিবৃতি

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা মানেই নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে, আর এতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে পড়ে শিশু কিশোর তথা স্কুলের শিক্ষার্থীরা। তাই, তাদের জন্য উপযোগী একটি শিক্ষামূলক বই থাকা খুবই জরুরি।

'বিপদ সংকেত - সচেতনতার আলো' বইটি তৈরি করা হয়েছে মূলত শিক্ষার্থীদের জন্য, যাতে তারা সহজ ভাষায় বিপদ সংকেত সম্পর্কে জানতে পারে এবং সঠিক সময়ে প্রস্তুতি নিতে পারে। দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রাথমিক জ্ঞান ও সচেতনতা অর্জন ছোটবেলা থেকেই গড়ে তোলা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে তারা নিজের পরিবার ও সমাজকে নিরাপদ রাখতে পারে।

ইকো-নেটওয়ার্ক গ্লোবাল সবসময়ই তরুণদের দুর্যোগ মোকাবিলায় দক্ষ করে তোলার জন্য কাজ করে আসছে। এই বইটির মাধ্যমে আমরা আশা করি, শিক্ষার্থীরা দুর্যোগকালীন সংকেতের গুরুত্ব বুঝবে এবং বিপদের সময় সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবে। আমি এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একসঙ্গে আমরা একটি নিরাপদ এবং সচেতন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারব।

শামীম আহমেদ মৃধা
প্রতিষ্ঠাতা, ইকো-নেটওয়ার্ক গ্লোবাল
shamimahmedmridha@gmail.com

৪ নম্বর বিপদ সংকেত, সবাই দ্রুত সুরক্ষার ব্যবস্থা নিন।
৪ নম্বর বিপদ সংকেত !!
কাকলি
এই বিপদ সংকেত আবার কী?
হ্যাঁ! শুনে মনে হচ্ছে বড় কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কাল কি তবে স্কুল ছুটি?
চলো বাড়ি যাই। মা বলেছে, বিপদ সংকেত মানেই দূর্যোগ!

সাইক্লোনে কী হয় দাদী? ৬-৭-৮ নম্বর বিপদ সংকেত মানে কী?
বিপদ সংকেত মানে বড় দুর্যোগ আসছে। এবার হয়তো ঘূর্ণিঝড় হবে। আমরা যদি সতর্ক না হই, অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে।
তোমার দাদাভাইও একবার বিপদ সংকেত উপেক্ষা করেছিলো। সেই ভুলের মাশুল আমাদের পুরো পরিবারকে তাকে হারিয়ে দিতে হয়েছে ।

সালটা ছিলো ১৯৮৮...সে সময়ও মাইকিং করছিলো যাতে সবাই সতর্ক হয়।
৭ নম্বর বিপদ সংকেত!
তোর দাদা তখন বাড়ি নতুন মেরামত করেছে। বাড়ি এত শক্তপোক্ত দেখে সে ভাবতেও পারেনি যে কোনো বিপদ আসতে পারে। সে বলেছিল, ‘এই বাড়ি কিছুতেই নড়বে না।
‘সবাই যদি চলে যায়, তাহলে আমার ফসল আর গরুগুলো কী হবে?’ তাই তোর দাদা বাড়ি ছাড়তে রাজি হয়নি।
তোর দাদাভাই বলেছিলেন, ‘যত বড় ঝড়ই আসুক, আমি আমার বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি আমার গরু, ফসল আর বাড়ি রক্ষা করব।’ কিন্তু প্রকৃতি যে কত ভয়ংকর হতে পারে, সেটা তিনি বোঝেননি।
দিনের বেলা থেকেই নদীর পানি বাড়তে থাকে। বিকেলে আমাদের উঠান ভেসে যায়। তখন তোর দাদা গরুগুলো বাঁচাতে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারেনি। সে ভেবেছিল, গরুগুলোকে বাঁধন খুলে দিলে তারা নিরাপদে থাকবে।
কিন্তু পানির প্রবল স্রোতে গরুগুলো ভেসে যায়, আর সেই সাথে তোর দাদাও।

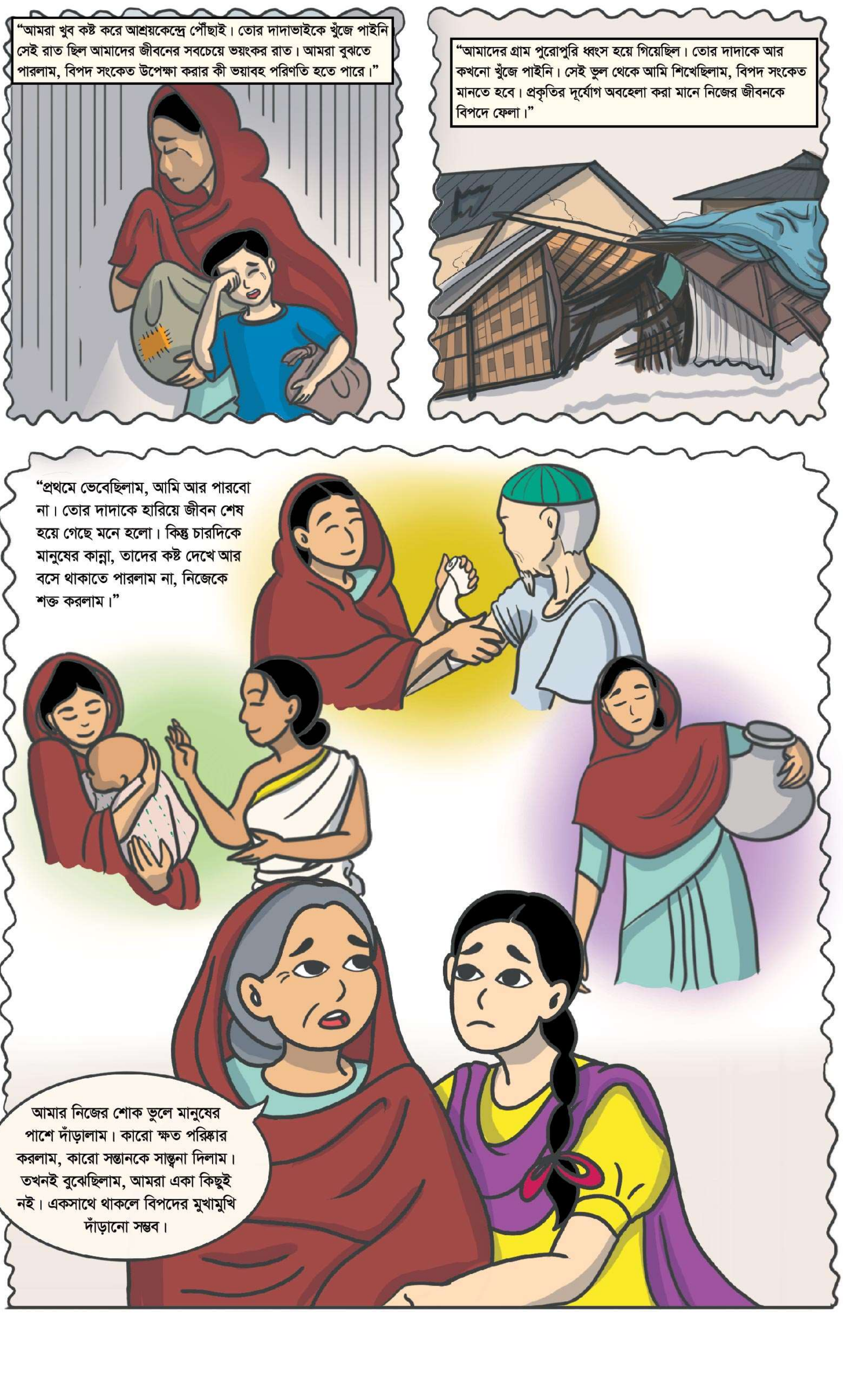
"আমরা খুব কষ্ট করে আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাই। তোর দাদাভাইকে খুঁজে পাইনি সেই রাত ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর রাত। আমরা বুঝতে পারলাম, বিপদ সংকেত উপেক্ষা করার কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে।"
"আমাদের গ্রাম পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তোর দাদাকে আর কখনো খুঁজে পাইনি। সেই ভুল থেকে আমি শিখেছিলাম, বিপদ সংকেত মানতে হবে। প্রকৃতির দুর্যোগ অবহেলা করা মানে নিজের জীবনকে বিপদে ফেলা।"
"প্রথমে ভেবেছিলাম, আমি আর পারবো না। তোর দাদাকে হারিয়ে জীবন শেষ হয়ে গেছে মনে হলো। কিন্তু চারদিকে মানুষের কান্না, তাদের কষ্ট দেখে আর বসে থাকাতে পারলাম না, নিজেকে শক্ত করলাম।"
আমার নিজের শোক ভুলে মানুষের পাশে দাঁড়ালাম। কারো ক্ষত পরিষ্কার করলাম, কারো সন্তানকে সান্ত্বনা দিলাম। তখনই বুঝেছিলাম, আমরা একা কিছুই নই। একসাথে থাকলে বিপদের মুখামুখি দাঁড়ানো সম্ভব।

৬ নম্বর বিপদ সংকেত !!
জরুরি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। এখনই আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে হবে।
সবাই শোনো! বিপদ সংকেত মানো। নিরাপদ স্থানে যাও। আমরা এখনই রওনা হচ্ছি।
তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এবার কিছু বড় হতে যাচ্ছে। আমরা বের হচ্ছি!

ছোট ছোট ক্লাস রুম ভর্তি গিজগিজ করে গুটিশুটি করা মানুষ। কারো চোখে ভয়, কারো চোখে শঙ্কা, বাচ্চাদের কান্নাকাটির রোল সাথে কাদছে কিছু বড়রাও, কিন্তু কেন?
এত মানুষ একসাথে এক রুমে এত কোলাহল। মানুষ গুলা ভয়ে ভয়ে যে যেমন অবস্থায় ছিলো সেভাবেই কোনোরকম এলো দাদী। আমাদের সবার কি উচিত না সবাই যার মত করে সবাইকে সাহায্য করা?
অবশ্যই আমাদের সবার পাশে দাঁড়ানো উচিত। তুমি আসো দেখি রুবির মা নাকি আসার সময় ধাক্কায় পড়ে পা কেটে গেছে আমার কাছে ওষুধ আছে আমি দিয়ে আসি
(দাদীর সাথে যাওয়ার সময় মীনার চোখে পড়লো কেউ কাদছে, কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, কেউ কেউ অপেক্ষা করছে কারো জন্য । মীনার চোখের এই দেখা একেবারেই নতুন ! সে বুঝে উঠতে পারছেনা তার ভেতর হঠাত এই থমকে যাওয়া ব্যাপার টা।)

এবার বেশি ক্ষতি হয়নি। বোধহয় ঝড়রে শক্তি কমে গিয়ছিল। তাই আমাদের গ্রাম ভালো আছে। আমরা ভাগ্যবান।
সত্যি বলতে, আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার সময় আমি দেখেছি কত মানুষ সমস্যায় পড়ে। আমি চাই, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমরা যেন আরও ভালোভাবে শিখি এবং সবাইকে সাহায্য করার মতো দক্ষ হই।
আমাদের গ্রামে সবার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?
একদম। আমি মীম আপার সাথে কথা বলব। Eco-Network Global এর মতো সংগঠন আমাদের সাহায্য করতে পারে।
তোমাদের মত তরুণদের উদ্যোগেই সমাজ বদলাবে। এখন থেকে সবাই মিলে সচেতন হও, এবং একসাথে কাজ করো। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হলে জ্ঞান ও প্রস্তুতিই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

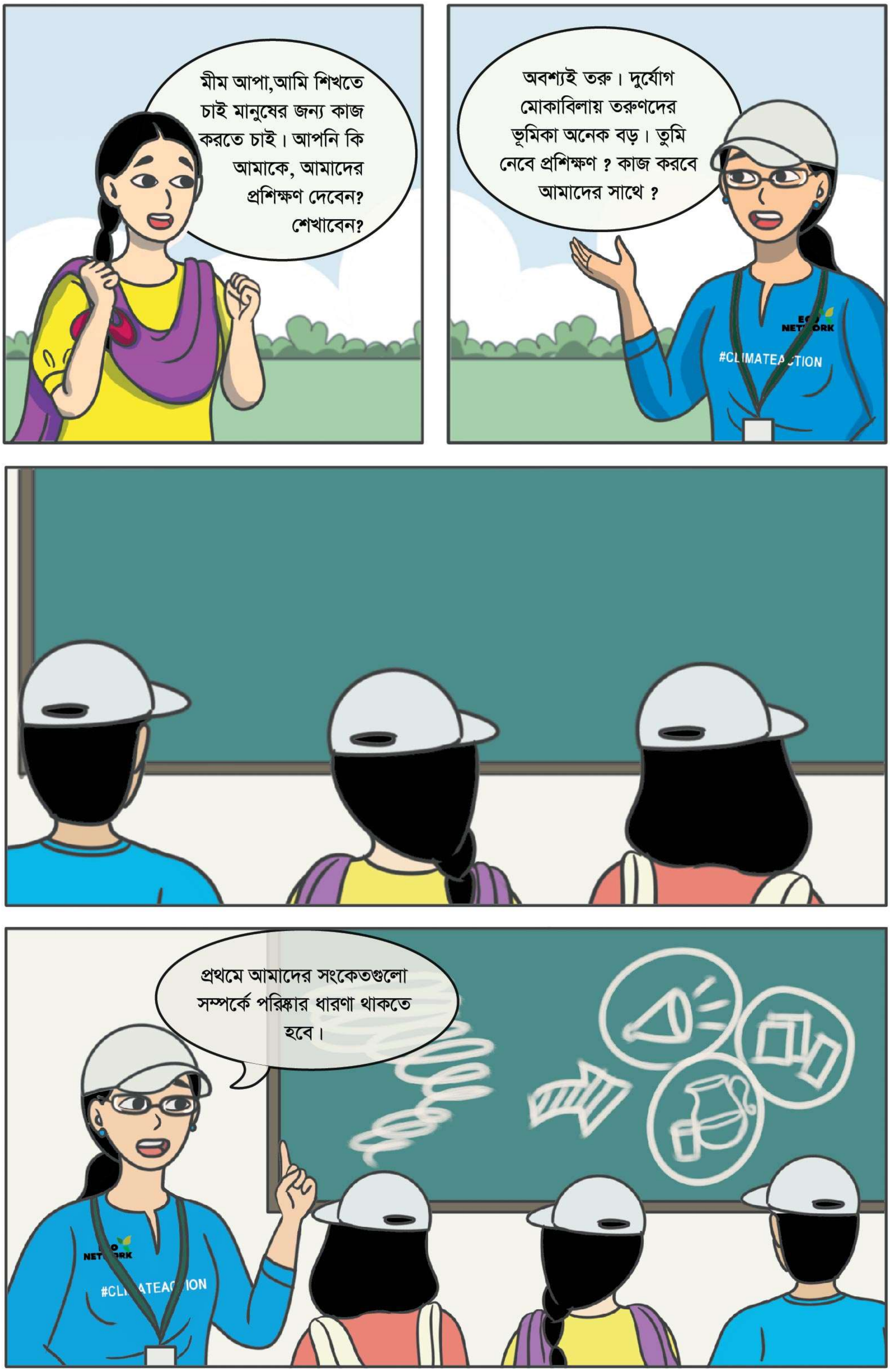
মীম আপা,আমি শিখতে চাই মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। আপনি কি আমাকে, আমাদের প্রশিক্ষণ দেবেন? শেখাবেন?
অবশ্যই তরু। দুর্যোগ মোকাবিলায় তরুণদের ভূমিকা অনেক বড়। তুমি নেবে প্রশিক্ষণ ? কাজ করবে আমাদের সাথে ?
প্রথমে আমাদের সংকেতগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

১ থেকে ৪ নম্বর সংকেত সাধারণত সতর্কতার জন্য, ৫ থেকে ৭ নম্বর সংকেত বড় ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়, এবং ৮ থেকে ১০ নম্বর সংকেত মানে জরুরি বিপদ। সংকেত বোঝার সাথে সাথেই কাজ শুরু করতে হবে।
#CLIMATEACTION
মুড়ি
চিড়া
শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত রাখতে হবে।
ঘরের ঝুঁকিপূর্ণ অংশগুলো মেরামত করতে হবে।
পরিবারের সবাইকে সংকেতের মানে এবং আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার রুট সম্পর্কে জানাতে হবে।
কোনো সংকেত উপেক্ষা করা যাবে না। প্রকৃতি কখন কীভাবে আচরণ করবে, তা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। সতর্কতাই জীবন বাঁচাতে পারে।

আপা আমরা কি গ্রামবাসীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারি, যেখানে বিপদ সংকেত ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে শেখানো হবে?
এটি খুবই কার্যকরী উদ্যোগ হবে। আমরা এমন প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সবাইকে শিখিয়ে এর গুরুত্ব বুঝাতে পারবো। কর্মশালার মাধ্যমে বাচ্চা ও নারীদের জন্য আলাদা সেশন আয়োজন করা হবে। তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা দরকার।
#CLIMATEACTION

দুর্যোগ চলাকালীন, সবার আগে নিজেদের নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ৫ থেকে ৭ নম্বর সংকেতের সময়:
১
সবাইকে শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, এবং টর্চলাইট রাখতে বলুন।
২
নারীদের জন্য আলাদা নিরাপদ জায়গা তৈরি করতে হবে।
৩
মাইকিং করে সবাইকে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৪
ঝড় বা বন্যার সময় কখনোই বাড়ির ভেতরে আটকে থাকা যাবে না।
যদি বিপদ সংকেত ৮ বা এর বেশি হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে হবে।
আমরা কীভাবে মাইকিং করব যাতে সবাই সহজে বুঝতে পারে?
মাইকিং স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত হতে হবে।
৭ নম্বর বিপদ সংকেত ! সবাই নিরাপদ স্থানে যান। শুকনো খাবার ও পানি সঙ্গে রাখুন।’ মাইকিংয়ের সময় আতঙ্ক সৃষ্টি করা যাবে না। শান্ত স্বরে নির্দেশ দিন।
শিশুদের নিয়ে এসময় অনেক ভীতি কাজ করে, আমরা কি শিশু ও সাথে নারীদের জন্য একটি নির্ধারিত জায়গা রাখতে পারি?
প্রশিক্ষণের সময় আমরা এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। রথি, তুমি শিশুদের দেখাশোনার দায়িত্ব নাও। বাকিরা অন্য দায়িত্ব ভাগ করে নাও।

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হলো:
১. বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করা। পানি ফোটানো অথবা ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে।
২. স্যানিটেশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া। বাচ্চাদের জন্য আলাদা টয়লেট বা পরিচ্ছন্ন জায়গা দরকার।
৩. খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। পচনশীল খাবার দ্রুত বিতরণ করতে হবে। শিশু এবং বৃদ্ধদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। তাদের শরীর দুর্বল থাকে, তাই স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো জরুরি।
পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য সহজ পদ্ধতি কী কী?
আপনারা স্থানীয়ভাবে ফিটকিরি, কাপড় দিয়ে ছাঁকানো, বা পানি ফোটানোর পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও, প্রাথমিক চিকিৎসার কিট সবসময় হাতে রাখতে হবে। এর মধ্যে অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম, ব্যান্ডেজ, এবং পরিষ্কার কাপড় থাকা উচিত।
চর্মরোগের চিকিৎসার জন্য পরিষ্কার পানিতে ক্ষত ধুয়ে অ্যান্টিসেপটিক লাগান। বেশি ক্ষতি হলে ডাক্তারের কাছে যান। এগুলো আমরা আপনাদের অনুশীলনে শিখিয়ে দেব।
#CLIMATEACTION

তরু, তুমি তো বলছিলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে আমরা নারী, বৃদ্ধ, শিশু এবং স্বল্প বয়সী যুবরাও ঝুঁকিতে থাকি। এই ঝুঁকি কমাতে আমরা কী করতে পারি?
তামান্না, আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে কত নম্বর সিগন্যালের ক্ষেত্রে কী পরিস্থিতি হবে। কখন আমাদের ঘরে নিরাপদে থাকা উচিত, আর কখন পরিবারসহ আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা নিজেরা মাইকিং করতে পারি। এছাড়াও তার আগে আলোচনার মাধ্যমে বিপদ সংকেত সম্পর্কে ধারণা ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের দুর্যোগ পূর্বে ও পরবর্তী করণীয় বিষয়গুলোও জানা দরকার। যেমন-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে বাবা-মাকে সাহায্য করা, শুকনো খাবার আর বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করা, জিনিসপত্র নেওয়ার সময় সাহায্য করা এবং বাবা-মায়ের কাছ থেকে দূরে না যাওয়া।
এভাবে পাশে দাড়ালে বাবা-মা আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা কম করবেন, তাই না?
ঠিক তাই। বরং আমরা তাদের শক্তি হয়ে পাশে থাকতে পারবো। আর দুর্যোগ শেষে সবাই মিলে সাবধানে বাড়ি ফেরা, বাড়ি পরিষ্কার করা, আশেপাশের চলার পথ, মসজিদ, স্কুল ক্যাম্পাস ঠিক করা-সবাই একসঙ্গে দল বেঁধে কাজ করলে সমাজে আমাদের ভূমিকা অনেক বড় হয়ে উঠবে।

আপা, এখন থেকে আমরাও সচেতন হবো এবং আমরা শিখতে চাই কিভাবে বিপর্জয়ে শক্ত হাতে দাড়াতে হয়। আপনার কথা শুনে আমরা বুঝতে পারছি এর গুরুত্ব কতখানি।
দুর্যোগ ও আবহাওয়ার তথ্যের জন্য কল করি ৩৩৩ নম্বরে
পরের বছর...
সাজিদ, তুমি বয়স্ক মানুষদের আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছানোর দায়িত্ব নাও। রথি, নারীদের জন্য বাথরুম পরিষ্কার করানোর ব্যবস্থা করো। খেয়াল রাখো, শিশুদের জন্য আলাদা জায়গা যেন ঠিক থাকে।
সবাই শুনুন! পানি, ওষুধ, খাবার–সব কিছু নিয়ে নিরাপদে আশ্রয়কেন্দ্রে আসুন। সংকেত মানুন, জীবন বাঁচান!

তোমাদের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত আমাদের অনেক বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছে।
যদি তোমরা আগে থেকে মাইকিং সহ বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে আমাদের আশ্রয় কেন্দ্র অব্দি আসার পথে হাতে হাতে সাহায্যের উদ্যোগ না নিতে, আমাদের সম্পদ তো বাঁচতই না, জীবনের ঝুঁকিও বেড়ে যেত।
এছাড়াও এখানের টয়লেট গুলো পরিষ্কার করে ড্রাম ভর্তি পানি রাখার জন্যও অসংখ্য ধন্যবাদ।
আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি। সচেতনতা আর প্রস্তুতিই আমাদের সুরক্ষিত রেখেছে।
আমরা শিখলাম যে বিপদ সংকেত এবং প্রস্তুতি কীভাবে ক্ষয়ক্ষতি থেকে আমাদের বাচাতে পারে। তরু,
এটি শুধু আমাদের কাজ নয়, এটি একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সাফল্য। আমরা সবাই একে অপরকে সহায়তা করলে, প্রকৃতি ও দুর্যোগের মোকাবিলা সহজ হয়।

আমাদের গ্রামে সচেতনতা এসেছে। এবার আমরা পাশের গ্রামে গিয়ে কাজ শুরু করব। দুর্যোগের জন্য সবাইকে প্রস্তুত করতে হবে।
আপনারা জানেন কি? সংকেত উপেক্ষা করার ফলে কত বড় বিপদ হতে পারে। আমাদের সকলে প্রস্তুত থাকতে হবে।
আমরা কখনো ভাবিনি বিপদ সংকেত এতটা গুরুত্বপূর্ণ?

আমরা আজ আপনাদের দেখাবো কিভাবে দুর্যোগের সময় প্রস্তুতি নিতে হবে। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন।
আমাদের বাড়িঘর তো অনেক পুরনো। আমরা কিভাবে নিজেদের রক্ষা করব?
বাড়িঘরের শক্তি বাড়ানোর জন্য কিছু পরিবর্তন করতে হবে। আমরা আপনাদের সেই পরিকল্পনা শেখাবো।
৬ নম্বর বিপদ
সংকেত, সবাই দ্রুত সুরক্ষার ব্যবস্থা নিন।
এবার সবাই প্রস্তুত তো? পানি, খাবার আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে চলুন।

সাজিদ, তুমি শিশুদের দেখাশোনা করো।
রথি, বাথরুম ব্যবস্থার দায়িত্ব নাও।
সবাইকে শান্ত থাকতে বলো।
আশ্রয় কেন্দ্র
তোমাদের কারণে এবার আমরা ভয় পাইনি। ধন্যবাদ,
দেখো, আমাদের গ্রামে এবার ক্ষয়-ক্ষতি কম হয়েছে। কারণ সবাই বিপদ সংকেত মানতে শিখেছে।

এবার আমরা আরো ভালো প্রস্তুতি নেবো। আমাদের গ্রাম হবে দুর্যোগ-প্রতিরোধী।
ঠিক বলেছ। নতুন পরিকল্পনা করে সবার সাথে শেয়ার করব।
শিশুরা, তোমরা মাইকিং এ বিপদ সংকেত শুনলেই বড়দের জানাবে। কোনো ঝুঁকি নেবে না। আগে থেকেই প্রস্তুতি নিলে ক্ষয় ক্ষতি কমানো সম্ভব।
আপা, আমরা সবাই এ কথা মনে রাখব।
আশ্রয় কেন্দ্র
নারীদের জন্য দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারকে সাহায্য করার জন্য আমাদের সচেতন হতে হবে।
আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন থেকে আমরা এই নিয়ম মানবো।

আমরা এবার অন্য এলাকায় কাজ শুরু করব। সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে দুর্যোগ মোকাবিলা সম্ভব।
ঠিক বলেছ, তরু এই মডেলটাকে আমরা বড় পরিসরে নিয়ে যাবো।
তোমাদের জন্য আমাদের গ্রাম রক্ষা পেয়েছে। তোমাদের আমরা ভুলবো না।
আপনারাই আমাদের অনুপ্রেরণা। আমরা সবাই মিলে কাজ করেছি।
আমাদের গ্রাম এখন অন্যদের জন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে।
এটাই আমাদের সাফল্য।

দুর্যোগ প্রস্তুতিতে অসামান্য অবদানের জন্য তরুকে সম্মান জানানো হচ্ছে।
এই সম্মাননা আমাদের সবার , আমাদের সবার একসাথে এগিয়ে হাতেহাত বাড়াতে হবে। বিপদ সংকেত মানুন, জীবন বাচান। পূর্ব প্রস্তুতি নিন, সকলকে রক্ষা করুন।

“আমরা একসাথে কাজ করলে যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলা করা সম্ভব। প্রস্তুত থাকুন, নিরাপদ থাকুন।” (তরু)

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির যৌথ উদ্যোগ

সংকেত ৮-১০ (মহা বিপদ)

তিনটি পতাকা। মেগাফোন ও লাউডস্পিকারের মাধ্যমে প্রচার এবং স্থির ও হাত সাইরেনের ব্যবহার। সরিয়ে নেওয়া নিশ্চিত করুন।

সংকেত ৫-৭ (বিপদ)

দুটি পতাকা। মেগাফোন ও লাউডস্পিকারের মাধ্যমে প্রচার। সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি।

সংকেত ১-৩

কোনো পতাকা নেই। নিম্নচাপ/ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির বিষয়ে মৌখিক আলোচনা।

সংকেত ৪

একটি পতাকা। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। মেগাফোন ও লাউডস্পিকারের মাধ্যমে প্রচার।

ECO NETWORK

FOR SUSTAINABLE FUTURE

📖 কমিক বইটি থেকে মূল শিক্ষাগুলোঃ

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও উপকূলীয় ঝুঁকির সময় বিভিন্ন সংকেত সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। নিচে উল্লেখ করা হলো কোন সংকেতের মানে কী এবং তখন কী করা উচিত, কী উচিত নয়।

⚠ সংকেত ১ – ৩ঃ

অবস্থাঃ দুর্যোগ দূরে, কিন্তু নজরদারি চলছে।

আপনি যা করবেনঃ

- ✔ রেডিও, টিভি বা মাইকিং এর মাধ্যমে তথ্য শুনুন।
- ✔ প্রাথমিক প্রস্তুতি নিনঃ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখুন।
- ✘ ভুল তথ্যে আতঙ্কিত হবেন না।

⚠ সংকেত ৪ – ৬ঃ

অবস্থাঃ ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা বাড়ছে। দুর্যোগ নিকটে।

আপনি যা করবেনঃ

- ✔ জরুরি ব্যাগ (ওষুধ, কাগজপত্র, খাবার, পানি) প্রস্তুত রাখুন।
- ✔ বয়স্ক, নারী ও শিশুরা প্রস্তুত থাকুন।
- ✔ ঘরের দরজা-জানালা শক্ত করে বন্ধ করুন।
- ✘ বাইরে অকারণে ঘোরাঘুরি করবেন না।

⚠ সংকেত ৭ – ৯ঃ

অবস্থাঃ ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল সম্ভাবনা। বিপজ্জনক সময়।

আপনি যা করবেনঃ

- ✔ নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যান দ্রুত।
- ✔ একসাথে পরিবারের সবাইকে নিয়ে যান।
- ✔ প্রতিবেশীদের সাহায্য করুন, বিশেষ করে অসহায়দের।
- ✘ দেরি করবেন না। ফসল বা গবাদি পশুর জন্য নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলবেন না।

⚠ সংকেত ১০:

অবস্থা: তীব্র ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস আসন্ন বা শুরু।

আপনি যা করবেন:

- ✔ ইতিমধ্যে আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করুন।
- ✔ শান্ত থাকুন, গুজবে কান দেবেন না।
- ✔ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবেন না।
- ✘ মোবাইল চার্জ শেষ করবেন না, বিদ্যুৎ বন্ধ থাকতে পারে।

📌 মনে রাখবেন:

"সংকেত মানুন, জীবন বাঁচান।"

বিপদ আসার আগেই সচেতন হোন। আপনি সচেতন হলে আপনার পরিবার ও প্রতিবেশী ও নিরাপদ থাকবে।

বাসা ৬২০, রোড ৮, এভিনিউ ৩, মিরপুর, ডি, ও, এইচ, এস
ইকো নেটওয়ার্ক গ্লোবাল
www.eco-network.net
econetwork.global@gmail.com